কবরের আযাব

মাওলানা তারিক জামিল

সূচিপত্র

মৃত্যুর কষ্ট..... ৯
মৃত্যু আসবেই ১০
পরকাল সম্পর্কে কুরআনের বাণী.....১১
কেয়ামত সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা.....১২
মানুষ দুর্বল এবং অসহায় ১৩
চার বন্ধুর ঘটনা ১৩
বেহেশতের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য.....১৫
ভয়ংকর চেহারা বিশিষ্ট মৃত্যু.....১৬
রুস্তমে হিন্দ এর কবর.....১৭
কবরের কথোপোকথন.....১৮
জাফর ইবনে আবুতালেব (রা)-এর শাহাদত বরন.....২১
শাস্তির ফেরেশতা ২২
আগুনের শিকল ২২
এক কাফন চোরের ঘটনা ২৪
একটি ঘটনা ২৫
সুদ ও ঘুষখোরের কবরে শাস্তি ২৭
জনৈক খাটি তওবাকারীর বর্ণনা..... ২৮
সাহাবী হযরত সাআদ ইবনে মুআযের ইন্তেকালে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠল..... ৩০
যে কারণে কবর কেঁপে উঠল ৩১
হযরত হামযা (রা.) সর্বোত্তম শাহাদাত ৩১
সর্বশেষ ও সর্বনিম্ন জান্নাতীদের অবস্থা ৩৪
দাড়িবিহীন লাশকে বিচ্ছু দংশন করছিল ৩৭
জাহান্নামের গভীরতা..... ৩৮
জাহান্নামের উত্তাপ ৩৯
দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া বেহেশতীরা ৪০
হারাম সম্পদ দিয়ে দান-খয়রাত..... ৪২

বেপর্দা মহিলার কবরে শাস্তি..... ৪৩
কবরে রাখার পরই কবর কেঁপে উঠল ৪৯
একজন ডাক্তার স্বপ্নে দেখেন ব্যভিচারীর পুরুষাঙ্গে চাবুক ঢুকানো হচ্ছে ৪৯
রিয়াকারী ইবাদতকারীর শাস্তি..... ৫০
হারাম সম্পদের কারণে কবরে আযাব ৫১
মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের সমালোচনাকারিনী মহিলার আত্মহত্যা ৫৬
মুনাফিকদের করুণ পরিণতি..... ৫৬
লেবাননের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী নাহাদ ফুতুহ সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন ৫৭
কবর থেকে ফিরে আসা এক যুবতীর বর্ণনা ৫৯
নামাজ রোজা সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পরিণাম ৬০
অদৃশ্যের শাস্তি ৬০
কবরের আযাব অস্বীকারকারীদের জন্য দলিল.....৬১
এক বাদাশার চোখ ৬৪
জমিনের ডাক..... ৬৪
কবরের কয়লা..... ৬৫
কবরে সাপ বিচ্ছুতে ভরপুর..... ৬৫
কবর প্রতিদিন কতবার ডাকে..... ৬৬
সাহাবায়ে কিরামের তরতাজা লাশ ৬৬
মৃত ব্যক্তির চিৎকার..... ৬৭
দুনিয়া কাঁদার জায়গা ৬৯
দোযখের আলোচনা শুনে সাহাবায়ে কেরামের ব্যবস্থা.....৭১
যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর শাস্তি ৭২
ইমাম সাহেবের অক্ষত লাশ..... ৭২
অপরাধীরা পুনরায় পৃথিবীতে আসার কামনা করবে ৭৪
দোযখকে যে সকল ফেরেশতা টেনে আনবে ৭৫
বেহেশতীদের সুখভোগের বিবরণ..... ৭৫
বদআমল ব্যক্তি এবং কবর আযাব..... ৭৭
মৃত্যুর কষ্ট ৭৭
মৃত্যুর ঘোষণা ৮০

কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য ৮১
বার রাজ্যের রাজা..... ৮৪
কবরে পোকা-মাকড়ের আচ্ছাদন ৮৬
বিচ্ছু ভরা কবর..... ৮৬
দোযখের আলোচনা এবং কাফেরদের চিৎকার ৮৭
হযরত সা'দ (রা.)-এর জানাযা ৮৮
তাওবাকারীরাই কবরে শান্তি পাবে ৮৯
বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির তাওবা ৯০
এক রাতের পাহারার আমলে জান্নাত লাভ.....৯২
নিজেরা ঈমানি জিন্দেগী শিক্ষা করুন..... ৯৪
আখিরাতমুখী হন ৯৪

মৃত্যুর কষ্ট

নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, মৃত্যুর কষ্ট মৃত ব্যক্তির কাছে এমনই কঠিন মনে হয়, যেন শরীর এক সাথে তিনশত তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয় বা এর চাইতেও বেশি কষ্ট হয়। আর এক বর্ণনায় আছে, এক হাজার অসি দ্বারা আঘাত করলে যে কষ্ট হয়, এর চেয়েও বেশি কষ্ট অনুভব হয় মৃত্যুর সময়।

ইমাম আওযায়ী রাহ. বলেন, আমি একটি কথা জানতে পেরেছি যে, মৃত্যুর কষ্ট কেয়ামত পর্যন্ত অনুভূত হবে। হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস রহ. বলেন, মৃত্যু দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত কষ্ট থেকে অধিক কষ্টসাধ্য। করাত দিয়ে জীবন্ত শরীর কাটলে যে কষ্ট হবে এর চেয়েও বেশি কষ্ট হয় মৃত্যুতে। কেঁচি দ্বারা কাটলে যেমন কষ্ট অনুভব হয়, তার চেয়েও বেশি কষ্ট। ডেকচির ভিতর গরম পানিতে সিদ্ধ করার চেয়েও কঠিন। যদি মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে মৃত্যুর কষ্ট বর্ণনা করতে পারতো, তাহলে কোন মানুষই দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মাঝে থাকত না।

মেরে ভাই আওর দোস্ত বুযূর্গ! মানুষের চোখে ঘুম আসত না। মৃত্যুর চিন্তায় পেরেশান হয়ে যেত। আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর যখন মৃত্যু হল, তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছেন?

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার প্রাণ এমন দেখেছি যেমন জীবিত চড়ুই পাখিকে এমনভাবে আগুনে জ্বালানো হচ্ছে, সে উড়তেও পারে না আবার মরতেও পারে না। আর এক বর্ণনায় আছে, মৃত্যুর কষ্ট এমন হয় যেমন জীবিত বকরীর শরীর থেকে চামড়া ছিলা হচ্ছে। হযরত উমর রা. কা'বকে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর সময়ের কঠিন অবস্থা বর্ণনা কর।

হযরত কা'ব রা. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! কাটাযুক্ত একটি ডাল মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে আবার তা বের করলে যেমন কষ্ট হয়, তেমনই।এসব আলোচনা তো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল, এগুলো ছাড়াও হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সহযোগী ফেরেশতাদের ভয়ংকর রূপ আরও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন করে মৃত ব্যক্তিকে।

মৃত্যুর ফেরেশতা যে অবস্থায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তির আত্মা সংহার করে, তা এতই ভয়ানক হয় যে, অনেক শক্তিশালী বীরেরাও তা দেখে কলিজা কেপে উঠে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি মৃত ব্যক্তির আত্মা সংহারের সময় একটি চুল আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের উপর রাখা হত তাহলে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সব মরে যেত। কেননা মৃত্যু সর্বাবস্থায়ই হবে এবং যে জিনিসের উপর মৃত্যু পতিত হয়, তা মরে যায়।

মৃত্যু আসবেই

মেরে ভাই আওর দোস্ত বুযূর্গ! সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক ছিলেন এক সুন্দর সুপুরুষ। তিনি প্রতিবার চারজন নারীকে এক সাথে বিয়ে করতেন। তারপর এই চারজনকে এক সাথে তালাক দিতেন। এর বাইরে দাসী তো ছিলোই সারি সারি। অথচ প্রমোধলোভী এই বাদশাহ মৃত্যুবরণ করে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

জীবনের চল্লিশটি বছরও পূর্ণ করতে পারেননি। অথচ এই দুনিয়ার সুখ-ভোগ নিয়ে তার স্বপ্নের অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে উমর ইবনে আব্দুল আযীম রাহ. কে দেখুন, তিনিও তার জীবনের এক চল্লিশ বছর পূর্ণ করতে পারেননি। তবে তিনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পার্থক্য দেখুন, যখন সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিককে কবরে রাখা হচ্ছিল তখন তার শরীর নড়ে উঠল। তার পুত্র বললো, আমার বাবা জীবিত।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বললেন, বেটা! তোমার বাবা জীবিত নয়। বরং আযাব দ্রুত শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং তাকে দ্রুত দাফন কর। দৃশ্যত সুলাইমান

ইবনে আব্দুল মালিক ছিলেন বনু উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সুন্দরতম শাহজাদা। উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন, আমি নিজে তাকে কবরে নামিয়েছি। যখন তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দেখতে পেলাম, তার চেহারা কেবলা দিক থেকে সরে গেছে। তার রঙ হয়ে গেছে ছাই বর্ণের। কবরের গরম যখন কাউকে স্পর্শ করে তখন তার হাড়গুলো

মোমের মতো গলে যায়। শরীর ছাই হয়ে যায়। সুন্দর মুখ মায়াবী চোখ সবকিছু ভস্ম হয়ে যায়।

এক হাদীসে আছে-নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা! দুনিয়ার প্রেমে পড়ো না। কবরে সর্বপ্রথম পোকা-মাকড় তোমার চোখগুলোকে খেয়ে ফেলবে। সুতরাং চোখগুলো নামিয়ে রাখ। চোখকে নির্লজ্জ করো না। এই চোখ বেগানা নারীকে দেখার জন্য নয়। বোকাদের রঙ-মহল দেখার জন্য এই চোখ নয়। এ কয়েকটি শ্বাস কয়েকটি ঘণ্টা। পতন্মুখ গাছের ডালায় কোন বোকাও তো নিশ্চিন্তে চড়ে বসে না। ভাঙ্গা দেয়ালে পৃথিবীর কোন বোকাও ঘরের চাল পাতে না। ধসমান দেয়ালে পৃথিবীর কোন বোকা হেলান দিয়ে দাঁড়ায় না। মাছির ডানার মত সেই পৃথিবীর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া কত যে বোকামী! এই পৃথিবী কার সাথে বিদ্রোহ করেনি? এই পৃথিবী কার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? এই পৃথিবী আমার বাবার কাছে থাকেনি। সুতরাং আমার সাথেও থাকবে না।

অথচ আমরা কত যে বোকা। জীবনের সব শক্তি, সব সঞ্চয় এরই পেছনে বিলীন করছি। অথচ যখন আমাদের লাশ কবরে রাখা হবে তখন কবরের পোকা-মাকড় আমাদের শরীরকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। কবরের তাপ আমাদের হাড়গুলোকে গলিয়ে মোম বানিয়ে দিবে। অতঃপর একদিন যখন এই পৃথিবী পার্শ্ব বদল করবে তখন এই অবস্থায় শিকার হবো আমি আপনি সকলে। এখানে নারী- পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। তারা সকলেই সমান।

পরকাল সম্পর্কে কুরআনের বাণী

মেরে ভাই আওর দোস্ত বুযূর্গ! কুরআন যখন পরকাল অভিমুখী হয় তখন তার বচনভঙ্গি এক রূপ হয়। আর যখন দুনিয়ামুখী হয় তখন আরেক প্রকার হয়ে যায়। যেমন আমরা যদি বলি 'তার মাথায় ব্যথা হচ্ছে' এর ভঙ্গি এক রকম হবে আর যখন বলি "তার তো ক্যান্সার হয়ে গেছে" তার ভঙ্গি আরেক রকম হবে। আরো বিস্ময় নিয়ে বলতে গেলে বলবো আরে ভাই! তার তো ক্যান্সার হয়েছে। যে শোনে সেও বলে আচ্ছা! তার ক্যান্সার হয়েছে? আল্লাহ তার উপর দয়া করুন। তদ্রূপ কুরআন যখন